Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৪৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৪৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানিজ ফাতেমা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৪৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

কানিজ ফাতেমা

আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৪৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

আল্লাহর পরে যাদের হক বড় 6

কুরআনিক ব্যাখ্যা 7

পিতা-মাতার মর্যাদা 10

মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক 12

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি 13

মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ 18

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করব? 18

পিতা-মাতার হক ১৪ টি 24

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য 25

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয় 37

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণের ভয়াবহ পরিণতি 48

পিতা মাতার সেবা করার ইব্রাহিম আঃ এর উদাহরণ 54

উপসংহার 56

তথ্যসূত্র: 59

ভূমিকা

পিতা মাতার জন্য সন্তান হলো আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতা মাতা সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পিতা মাতা এমন দুজন বিশ্বস্ত মানুষ যারা তিলে তিলে সন্তানদের বড় করে তুলেন। তাদের সকল ত্যাগ, কষ্ট, ভালোবাসা থাকে এই সন্তানের জন্য। গর্ভ থেকে শুরু করে একজন মা যেমন সকল ত্যাগ তিতিক্ষা, দুঃখ–কষ্ট সামলে সন্তান কে বড় করে তুলেন, ঠিক তেমনি পিতাও সর্বোচ্চ শ্রম ঢেলে স্ত্রী–সন্তানের জন্য যাবতীয় ভরনপোষণ এর কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সেজন্য সন্তানের কাছে পিতা মাতার গুরুত্ব সবার উপরে।

সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক আল্লাহ তাআলা, তবে পৃথিবীতে সন্তানের আরেক অভিভাবক হলেন পিতা – মাতা। তাই সন্তানদের কাজ হলো আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হুকুম আহকাম পালনের সাথে সাথে পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করা।

এ পৃথিবীতে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, পিতা-মাতা হ'ল সন্তানদের ইহকালীন জীবনের সাময়িক অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হল, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম মানার সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। সন্তান জন্মের পর বাল্যকাল থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায়ই সারা জীবন তা মজবুত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর পরে যাদের হক বড়

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন তেমনি এটা একটা দ্বীনি , কর্তব্যও।

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা পিতার উঁচু-পিতার। মাতা-মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা থেকে জানা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা পিতার-অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে পিতা-মাতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কুরআনিক ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর। -(বনী ইসরাঈল:২৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের খেদমত করার এবং তাঁদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদীসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাকীদ করা হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে 'উঃ' শব্দটিও বলতে এবং তাঁদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের ভুক্তপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

সূরা লুকমানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰي وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ
ۭ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। - (লুকমান: ১৪)

১. জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে।

২. এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়।

৩. সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন।

১. তাওহীদ গ্রহণ (শিরক বর্জন) ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদপূর্ণ আদেশের জন্য উক্ত নসীহতের গুরুত্ব স্পষ্ট।

২. উদ্দেশ্য এই যে, মাতৃগর্ভে বাচ্চা যত বাড়ে, মায়ের উপর কষ্টের বোঝা তত বাড়তে থাকে, যার ফলে মা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, পিতা-মাতার অধিকার আদায় করার সময় মাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন হাদীসেও সে কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. এতে বুঝা যায় যে, শিশুকে দুধ পান করানোর সময় হল দুই বছর, তার অধিক নয়।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র আরও বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ ؕ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য

তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। - (আল আহকাফ: ১৫) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশটিকে আরো বেশী জোরদার করার লক্ষ্যে এই দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, সদ্ব্যবহারের এই আদেশে মা, বাপের উপর প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। তার কারণ, একটানা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের কষ্ট এবং প্রসব বেদনা একমাত্র জননী একাই সহ্য করে থাকে। পিতার এতে কোন অংশ থাকে না। তাই হাদীসেও সন্তানের সদ্ব্যবহারের শীর্ষে মাকে রাখা হয়েছে এবং বাপকে রাখা হয়েছে তিন ধাপ নিচে। একদা জনৈক সাহাবী নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে?' তিনি উত্তরে বললেন, "তোমার মা।" সাহাবী আবার একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দফায় আবার সাহাবী অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলে নবী (সা:)ও একই জবাব দিয়ে বললেন, তোমার মা। পুনরায় চতুর্থবারে একই প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি (সা:) বললেন, "তোমার বাপ।" -(মুসলিমঃ কিতাবুল বির্র্অসসিলাহ)

فِصَالٌ অর্থ দুধ ছাড়ানো। এ থেকে কোন কোন সাহাবী প্রমাণ করেছেন যে, গর্ভধারণের কমসে কম সময়কাল হল ছয় মাস। অর্থাৎ ছয়মাস গর্ভ থাকার পরে কোন নারীর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সে ছেলে বৈধ বলেই গণ্য হবে, অবৈধ নয়। কারণ, কুরআনে দুধ পানের সময়কাল বলা হয়েছে দু' বছর (২৪ মাস)। (সূরা লুকমান :১৪, বাক্বারাহ :২৩৩ আয়াত)- থেকে আরও তথ্য পাওয়া যায়। এই হিসাবে গর্ভধারণের সময়কাল ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে।

পূর্ণ শক্তির কাল বলতে, যৌবন কালকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে ১৮ বছর বয়স বলেছেন। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সে চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়স হল জ্ঞান ও বিবেক শক্তির পূর্ণতা ও পক্কতার বয়স। এ জন্যেই মুফাসসিরগণের মতে প্রতিটি নবীকে চল্লিশ বছর বয়সের পরেই নবুঅত দানে ধন্য করা হয়। -(ফাতহুল ক্বাদীর)

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে আদম (আ:) -হাওয়া (আ:) ব্যতীত সকল মানুষই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। শুধুমাত্র ঈসা (আ:) পিতা ব্যতীত এসেছেন। তাই পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। পিতা-মাতার আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হলে তাদের সেই আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

عن أبي أمامة رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حق الوالدين على ولدهما ؟ قَالَ هما جنتك وبارك ابن ماجه مشكوة

“হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ.

“হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।”

মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَعْمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغمَ أَنْفُهُ، قَبْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالدَيْهِ عِنْدَ الْكَبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

“হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে অতপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে?

তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী'।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর।

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে'। -(নাসাঈ: ৩১০৪)

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ

‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ’।

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট থেকে শুনেছি।

তিনি বলেছেন,

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ

‘পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার’।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি।

তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে বলা হলে তিনি বলেন,

فَطَلِّقْتُهَا وَطَلِّقْهَا، أَبَاكَ أَطِعْ

‘তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম’।

ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হলে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান হাদিস হাদীছপন্থী হলে বিদ‘আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

পিতা-মাতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

'তিনটি দো'আ কবুল হয়। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও মযলূমের দো'আ' । -(আবু দাউদ: ১৫৩৬)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ

পিতা-মাতার দো'আ। -(আল আদাবুল মুফরাদ: ৩২)

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

'পিতার বদদো'আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে' । -(তিরমিযি: ১৯০৫)

এক কথায় সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোন দো'আ বা বদদো'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদদো'আ না করে বসেন। যেকোন অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। নইলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

‘অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই’।

-(লুকমান: ১৪)

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমানভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর আদেশ অপরিবর্তনীয়

উপরোক্ত আয়াতে رَبُّكَ وَقَضَى ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন’। এই আদেশ অর্থ ‘চূড়ান্ত ফায়ছালা’। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফায়ছালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়ছালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই।

অন্যত্র এসেছে

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

‘তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে’। -(ইউসুফ: ৪১)

যাকারিয়া বিন সালাম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছ। লোকটি বলল, আমার উপর এটিই আল্লাহ আদেশ করেছেন। তখন হাসান বাছরী বললেন, আল্লাহ তোমার উপর এটি আদেশ করেননি। বলেই তিনি অত্র আয়াতের প্রথমাংশটি পাঠ করলেন’। -(কুরতুবী)

এই আয়াতে

إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

‘আল্লাহ কখনো ফাহেশা কাজের আদেশ করেন না’। -(আরাফ: ২৮)

অনুরূপভাবে الْكُفْرَ لِعِبَادِهِ يَرْضَى وَلاَ ‘তিনি বান্দার কুফরীর উপরে সন্তুষ্ট হন না। -(যুমার: ৭)
অতএব অত্র আয়াতে ‘আদেশ করেছেন’ অর্থ ‘ফায়ছালা করেছেন’।

পিতা-মাতার শরী‘আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে

আল্লাহ বলেন,
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে’। -(লোকমান ৩১/১৫)
এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।
মুছ‘আব বিন সা‘দ তার পিতা সা‘দ বিন খাওলা হতে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি?

فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ
অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে'। -(আহমাদ : ১৬১৪)

ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হল, তখন সূরা আনকাবূত এর ৮ম আয়াত নাযিল হ’ল

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে’। -(আনকাবূত : ৮)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে,

يَا قَاتِلَ أُمِّهِ

‘হে মায়ের হত্যাকারী’!

আমি বললাম,

يَا أُمَّاهُ !لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي

‘হে মা! যদি তোমার একশ’টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হল।

সা‘দ (রাঃ) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে। বস্তুতঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর'।

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন। -(ফাৎহুল বারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (সা:) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (সা:)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করব?

আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই'।

- (লোকমান : ১৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস'। - (আহক্বাফ : ১৫)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস । - (কুরতুবী)

কেননা বাচ্চাকে দু'বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়'।

-(বাক্বারাহ :২৩৩)

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا -إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন'। - (দাহর : ১,২)

পিতা-মাতার পায়ের নীচে জান্নাত

জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকটে এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন,

الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (সা:) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল (সা:) বললেন,

ارْجِعْ فَبَرَّهَا

'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন রাসূল (সা:) বললেন,

وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত'।

-(ইবনু মাজাহ :২৭৮১)

পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা:)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি।

রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বললেন,

তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু'জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।
রাসূল (সা:) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ।
তিনি বললেন,

فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَ فَجَاهِد

'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর'। - (মুসলিম : ২৫৪৯)

তিনি আরও বলেন,

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ

'তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।
এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে আঈন' পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,
আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না'।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা:) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন।

লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম।

তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

সন্তান হ’ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন

আমর বিন শুআইব তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা ‘আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর।

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (সাঃ) বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ -

‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হল যা তোমরা নিজেরা

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগতবাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন *(হূদ ১১/৪৫-৪৬)*।

অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

পিতা-মাতার হক ১৪ টি

সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪ টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য-

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয়-

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

পিতা-মাতার আনুগত্য করা

পিতামাতা- সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তারা সবসময় সন্তানের কল্যাণের চিন্তা করেন। অনেক সময় পিতামাতা- ও সন্তানের মধ্যে মনোমালিন্য বা কথার অমিল হতে পারে। এমন অবস্থায় সন্তানের উচিত পিতামাতার- আনুগত্য করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَقُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا

,আর যখন আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে" তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো সাথে দাসত্ব করবে না এবং পিতা,স্বজন-আত্মীয় ,মাতা-ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে মানুষের সাথে উত্তম কথা , "বলবে। -(সূরা বাকারাহঃ ৮৩)

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার-

সদ্ব্যবহার বলা হয় মাথা পিতার সাথে সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সাথে সুন্দর ও কোমল আচরণ করা,তাদের প্রতি দয়াবান হওয়া , যথাযথ সম্মান দেখানো, যত্নবান হওয়া ও তাদের প্রয়োজনীয় সকল চাওয়া পূর্ণ করা।

পিতা,মাতার যখন সেবাযত্ন প্রয়োজন হয় তখন যথাযথ সেবা দেয়া- তারা ডাকলে সানন্দে সাড়া দেয়া, তারা কোনো কাজের আদেশ দিলে তা পালন করা, তাদের সাথে নম্রভাবে বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাদের সাথে নাফরমানী থেকে দূরে থাকা এগুলো হলো পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার।

পিতামাতার- সেবা করা

পিতামাতা- একসময় বৃদ্ধ হয়ে যান। সেসময় তারা সন্তানের খেদমতের দিকে তাকিয়ে থাকেন শিশুদের মত। এ অবস্থায় সন্তানের উচিত তাদের খেদমত করা। এতে সন্তান দুনিয়াবি প্রশান্তি ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করে থাকে। পিতামাতাও- সুখে থাকেন এবং তারা সন্তানের জন্য দু'আ করেন।

সন্তান বিভিন্ন ভাবে পিতামাতার- সেবা করতে পারে। তাদের খেদমত করে, তাদের জন্য খরচ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার- সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে ও প্রসব করেছে।" -(সূরা আহকাফঃ ১৫)

পিতামাতার- সাথে জোরে কথা না বলা

পিতামাতার- মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ায় আসে। তারাও একসময় বার্ধক্যে পৌঁছেন, তখন তাদের মন মানসিকতা শিশুদের মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন জোরে শব্দ শুনলে কান্না করে, বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতারও- এমন অবস্থা হয়। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে , বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে 'উফ' তাদেরকে সম্মানজনক কথা বল।"

-(সূরা ইসরা২৩-)

পিতামাতার- সেবাযত্ন বা আনুগত্য করা বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ওয়াজিব। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তারা সন্তানের ওপর

বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে অবহেলা পেলে তারা খুব কষ্ট পান।

পিতামাতার- জন্য অর্থ ব্যয় করা

প্রত্যেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ভাবে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এর মধ্যে পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয় করা সবচেয়ে উত্তম বলা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে‘ ,বল ?তারা কী ব্যয় করবে ,তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। ,ইয়াতীম ,আত্মীয় ,মাতা-তা পিতা , আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর’নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত ,।”
-(সূরা বাকারাহ: ২১৫)
রাসূল (সা:) বলেছেন, “প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করো। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় করো। এরপরও কিছু থাকলে নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ব্যয় করো। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে সামনে, ডানেবামে- ব্যয় করো।” -(মুসলিম: ৯৯৭)

পিতামাতার- খেদমতে থাকা ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে থাকা ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়। তাই তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা কল্যাণের পথে ব্যয় করার শামিল।
তায়সাল ইবনে মায়্যাস (রহঃ) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ ৯টি। এর মধ্যে সন্তানের অসদাচরণ আচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং

জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো (তাবারীর তাফসীর, আবদুর রাযযাক আল-খারাইতীর মাসাবিউল আখলাক)।

শেষ বয়সে পিতামাতাকে সঙ্গ দেয়া-

যৌবনের উদ্দীপনা পেরিয়ে পিতা-মাতাও একসময় বৃদ্ধ হন। এসময় তারা শিশুদের মত হয়ে যান। শিশুসুলভ আচরণ করেন। ফলে তারা শিশুদের মত সঙ্গ চান। তারা পরিবারের সা থে, আত্মীয় স্বজনদের সাথে থাকতে চান। সন্তানদের সান্নিধ্য খুব টানে তাদের। এসময় সন্তানদের উচিত তাদের সাথে বসবাস করা,তাদের সার্বিক খেয়াল রাখা পিতা-মাতাকে সঙ্গ দিলে বারাকাহ পাওয়া যায়। কারণ বৃদ্ধ মানুষ আছে বিধায় পৃথিবী আজও বরকত ও কল্যাণময়।

রাসূল (সা:) বলেন, "প্রবীণদের সাথেই তোমাদের বরকত, কল্যাণ রয়েছে।"
-(ইবনু হিব্বান-৫৫৯)

পিতা-মাতা জুলুম করলেও তাদের সেবা করা

পিতা-মাতা যেমন বয়সে বৃদ্ধ, তেমনি তারা জ্ঞানেও বৃদ্ধ। সেজন্য তারা জেনে-বুঝে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তবে সন্তানরা অনেক সময় কাজ করে বা সিদ্ধান্ত নেয় জোশের ভরে। তাই পিতা-মাতার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনেক সময় সন্তানের কাছে জুলুম মনে হতে পারে। এই অবস্থাতেও পিতা-মাতার সেবা করা, আনুগত্য করা সন্তানের জন্য আবশ্যক।

রাসূল (সা:) বলেন,

"তোমরা পিতা-মাতার আনুগত্য করবে,তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে বলে তবে তাই করবে।"

-(আদাবুল মুফরাদ-১৮)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিমের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও। - (বাযযার)

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ

পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তারা সন্তানের জন্মদাতা অভিভাবক। তাদের স্নেহ-ভালোবাসায় সন্তান বড় হয়ে থাকে। সেজন্য তাদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে হবে। তারা আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী কোনো কথা না বললে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنۡ تُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَصَاحِبۡهُمَا فِى الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۟ وَّاتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" -(সূরা লুকমান: ১৫)

হাদিসে এসেছে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস বলেন,

"আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে চারটি আয়াত নাযিল হয়।

প্রথম - আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা:) কে পরিত্যাগ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

" পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই,তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।" -(লোকমান : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আমার মুশরিকা মা কুরাইশদের আয়ত্তে থাকাকালীন আমার কাছে এসেছিল। তখন রাসূল (সা:) কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করি, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এসেছেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করতে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে

সদ্ব্যবহার করব? উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তার সাথে সদ্ব্যবহার করো'। -(বুখারী: ২৬২০)

আবু হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (সা:) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (সা:)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।

দুধ মায়ের প্রতি সম্মান

ইসলামে দুধ মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, কারণ তিনি নিজের শরীরের অংশ দিয়ে শিশুকে লালন-পালন করেন। দুধ মা মাহরাম হওয়ার কারণে তাকে জন্মদাত্রী মায়ের মতো সম্মান ও ভালোবাসা দেওয়া, খোঁজখবর রাখা এবং উপহার দিয়ে খুশি রাখা উচিত। নবীজী (সা.) তাঁর দুধ মা হালিমা সাদিয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।
একদিন হালিমা সাদিয়া হাজির হলেন বিশ্বনবী সা.-এর সামনে। যেইমাত্র নবীজি সা. দুধমাকে দেখলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বলতে লাগলেন— উম্মী উম্মী (আমার মা, আমার মা)।
মহানবী সা. নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন দুধ মায়ের বসার জন্য। তাঁর আগমনে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটালেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন।
-(সীরাতে ইবনে হিশাম, নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন)

পিতা মাতার সেবা করার ফজিলত

পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত করা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরজ ইবাদত। মহান আল্লাহর ইবাদতের ঠিক পরপরই পিতা-মাতার অধিকার ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামে পিতা-মাতার সেবা করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং জান্নাত লাভের সহজ মাধ্যম। তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, যা দীর্ঘায়ু, রিজিকে বরকত এবং মৃত্যুর পর জান্নাত নিশ্চিত করে। তাদের সেবা করা জিহাদের চেয়েও উত্তম এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল। তাঁদের সেবার ফজিলত ও গুরুত্ব অপরিসীম।

জান্নাত লাভ

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও সেবা জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম। হাদিসে আছে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

পিতামাতার আদেশ-নিষেধ পালন করলে এবং তাদের আদেশকে যথাযথভাবে হিফাযত করলে জান্নাত লাভ করা যায়। কারণ তারা সন্তানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّى تَأْمُرُنِى بِطَلاَقِهَا .قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, পিতা হলেন জান্নাতের উত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার।

অত্র হাদীছে পিতা দ্বারা জিনস তথা মাতা-পিতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জিহাদ অপেক্ষা উত্তম

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফযীলতপূর্ণ আমলের উপর মাতা-পিতার সেবা করাকে অগ্রধিকার দেওয়া হয়েছে।

হাদিসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَىٌّ وَالِدَاكَ ؟ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ-

আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা:)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী (সা:) বললেন, তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল- 'তোমার পিতা মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

-(ফাৎহুল বারী ১০/৪০৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

মায়ের যেমন সন্তানের নিকট বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তেমনি পিতারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পিতা যদি কোন বৈধ কারণে সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহ'লে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ একজন সন্তানকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে পিতার আর্থিক ও মানসিক অবদান রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী (সা:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।
রাসূল (সা:) বলেন,

طَاعَةُ الله طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ الله
مَعْصِيَةُ الوَالِدِ '

পিতার আনুগত্যে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে'। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ।
অন্য বর্ণনায় এসেছে-

رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي
سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ '

পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'। আল্লাহ সন্তানকে পিতার আনুগত্য ও তাকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করল, সে আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ করল এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দান করল। এতে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার আদেশকে অমান্য করবে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।

সর্বোত্তম আমল

সময়মতো নামাজ আদায়ের পর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করাকে সবচেয়ে প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কতগুলো ইবাদত রয়েছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলোর মধ্যে পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হাদিসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَىٌّ قَالَ: الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময় মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা:)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন'। উল্লেখ যে, আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজের স্থানে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এমন আমল যা জান্নাতের নিকটবর্তী কারী, বা শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান ছালাতের পরে এবং জিহাদে গমন করার উপরে।

দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ

পিতা-মাতার সেবা করলে এবং তাঁদেরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার চোখে তাকালে কবুল হজের সওয়াব পাওয়া যায়।

মর্যাদা বৃদ্ধি

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানোকে একটি কবুল হওয়া হজ বা নফল ইবাদতের সমতুল্য সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

দুর্গম বিপদ থেকে মুক্তি

হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতা-মাতার সেবাকে ইসলামের অনেক বড় দায়িত্বের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাদের দোয়ায় সন্তানের কঠিন বিপদ ও মুসিবত দূর হয়ে যায়।

বয়স ও রিজিক বৃদ্ধি

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হলো তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করা, সাদকায়ে জারিয়া বা দান করা এবং তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ থাকলে তা সম্পন্ন করা।

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, ক্বাযা সাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা, দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি।

আবু উসাইদ (রা:) বলেন, আমরা নবী করীম (সা:)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে।

(১) তাদের জন্য দো'আ করা,

(২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা,

(৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং

(৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়'।

পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

পিতা-মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً

‘হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’।

-(বনী ইসরাঈল: ২৪)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

আবু হুরায়রা (রা:) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

‘যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়-

১. সাদাকায়ে জারিয়াহ,

২. উপকারী বিদ্যা এবং

৩. সৎ সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’।

আবু হুরায়রা (রা:) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

"আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হল?

তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে"।

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দো‘আ করা

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো‘আ করা ও তাদের জন্য দান সাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো‘আ

পাওয়ার অধিকার রাখেন তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও অধিকার রাখেন। এটি অন্যতম সদ্ব্যবহারের মাধ্যম'।
কাযী ইয়ায বলেন,

لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
'এ ক্ষেত্রে আমরা কোন বর্ণনা জানিনা যা মৃত্যু ও জীবিতদের মাঝে পার্থক্য করে'।

ঋণ পরিশোধ করা

পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হলেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মওকুফ করিয়ে নিবে। মওকুফ না করলে দাতাদের সহযোগিতার নিয়ে হলেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। তবে পিতা-মাতা অন্যায় কাজে অনেক ঋণ করে থাকলে তা পরিশোধ করতে সন্তান বাধ্য নয়।

الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ-
আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,
রাসূল (সা:) বলেছেন,
'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ-
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (সা:) বলেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে'।

অছিয়ত পূর্ণ করা

পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। - (নিসা: ১১)

কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল।

- (নিসা:১২)

তিনি আরো বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয়।

- (বাকারাহ:১৮০)

একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না'। তবে অছিয়ত আছাবাদের জন্য নয়।

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

আবু উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা:)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত করা যাবে না'।

আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম।

নবী করীম (সা:) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার

এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি?

তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাবার চেয়ে তাদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকবো? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক ক্বওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তারপর তিনি দু'আ করলেন,

'হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না।'

কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলাহ এর দূর্ভাগ্য (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান)।

সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (সা:) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

মানত পূর্ণ করা

পিতা-মাতার কোন শরী'আত সম্মত মান্নত থাকলে তা পালন করা সন্তানের আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما :قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا .قَالَتْ نَعَم قَالَ : فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ-

ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (সা:)-এর নিকট এসে বললেন,

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সাওম এর কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ সাওম আদায় করতে পারি কি?'

তখন তিনি বললেন,

'যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি?'

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সাওম পালন কর'।

কাফফারা আদায় করা

পিতা-মাতার উপর কোন কাফফা্রা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হতে পারে বা ভুলবশত হত্যার কাফফা্রাও হতে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করলো, আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস সিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সমুদ্রে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেলো। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (সা:)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'।

ফরজ সিয়াম, মান্নতের সিয়াম বা বদলী হজ্জ পালন করা

ফরজ সিয়াম যা সফর বা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন সিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে নিবে। আর যদি রোগের কারণে রামাযান মাসে সিয়াম আদায় না করে এবং রামাযানের পরেও সুস্থ হতে না পারে ও মারা যায় তাহলে তার সিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য সিয়াম ফরয নয়। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যেকোন কারণে হজ্জ পালন না করে পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে মারা গেলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী পালন করতে হবে'।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন, 'সিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার নিকট আত্মীয় তার পক্ষ হতে ছিয়াম আদায় করবে।'

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ

أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ :صُومِى عَنْهَا . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا-

বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূল (সা:) নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন।'

রাসূল (সা:) বললেন, 'তুমি সাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে।'

সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এক মাসের সিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হতে আমি কি সিয়াম আদায় করতে পারি?

তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি সিয়াম আদায় কর।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হতে আমি কি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হজ্জ আদায় কর'।

فَقَالَ :إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ" :أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ :نَعَمْ، قال :حُجِّ عَنْ أَبِيْكَ-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন লোক নবী করীম (সা:)-এর নিকট গমন করে বলল,

'হে আল্লাহর রাসূল (সা:), আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না?

সে বলল, হ্যাঁ।

রাসূল (সা:) বললেন, 'অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর'।

পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা

পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

রাসূল (সা:) বলেন,

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ‘

সব চাইতে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর, তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে’।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা:)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (সা:) তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমান বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (সা:)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই। প্রতি উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল’।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِى خَلاَئِلِهَا
مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ‘

কোন দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশত নবী (সা:) হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন’।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ‘

রাসূল (সা:) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সওয়ার হতেন সে গাধা তাকে সওয়ারীর জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দ্বীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। (এতো দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল (সা:)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচেছ তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা'।

فقَالَ :أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟، قَالَ :قُلْتُ :لَا، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ" :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ "وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ-

আবু বুরদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চায় যে, তার কবরস্থ বাবার সাথে সদাচরণ করবে সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর বাবা ওমর তোমার বাবার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সে সম্পর্ক বহাল রাখতে পছন্দ করছি'।

দান-সাদাক্বাহ্ করা

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দো‘আ সর্বোত্তম হলেও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম। এতে দানকারীও সাওয়াব পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّى أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِىَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ :نَعَمْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা:)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাক্বাহ করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ’।

لَتَصَدَّقَتْ ذَلِكَ وَلَوْلاَ نَفْسُهَا افْتُلِتَتْ أُمِّىَ إِنَّ اللهِ رَسُولَ يَا قَالَتْ امْرَأَةً أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ -عَنْهَا فَتَصَدَّقِى نَعَمْ وسلم عليه الله صلى النَّبِىُّ فَقَالَ عَنْهَا أَتَصَدَّقَ أَنْ أَفَيُجْزِئُ وَأَعْطَتْ

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে সাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? নবী করীম (সা:) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ কর’।

সাঈদ বিন সা‘দ বিন উবাদাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সা‘দ বিন উবাদাহ নবী (সা:)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। এরই মধ্যে সা‘দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হল-আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কীসের অছিয়ত করব। ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা‘দের। সা‘দ ফিরে আসার পূবেই তিনি মারা গেলেন। সা‘দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা‘দ (রাঃ) বললেন, উমুক উমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন’।

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণের ভয়াবহ পরিণতি

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ একটি জঘন্য অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। এর ফলে দুনিয়াতে রিজিকে সংকট ও অসম্মান, এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়।

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপাপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কোরআনের অনেক জায়গাতে প্রধান মহাপাপ শিরক থেকে সতর্ক করার পাশাপাশি সাথে সাথেই পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন ও হাদিসে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে। পিতামাতা হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে একজন সন্তান দুনিয়ায় আসার সুযোগ পায় এবং বেড়ে ওঠে। পিতামাতার অবাধ্যতা ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত, যা দুনিয়া ও আখিরাতে মারাত্মক পরিণতির কারণ হতে পারে। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিণতি:-

আল্লাহর অসন্তুষ্টি: হাদিস অনুযায়ী, পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

সবচেয়ে বড় গুনাহ: শিরক-এর পরেই কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার অবাধ্যতা অন্যতম।

ইবাদত কবুল না হওয়া: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোনো নেক আমল বা ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না।

দুনিয়ায় অভিশপ্ত জীবন: আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ফেরেশতাকুল অবাধ্য সন্তানের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না।

আবূ হুরাইরাহ্ এবং আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

“যে ব্যক্তি রিযিকে প্রশস্ততা ও বয়সে বরকত চায় তার উচিৎ সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে”। -(বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬; মুসলিম ২৫৫৭)

কারোর জন্য নিজ মাতা-পিতার চাইতেও নিকটাত্মীয় আর কে হতে পারে!

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আমর বিন্ ‘আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا.

“প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে”।

-(সাহীহুল্ জা’মি’ : ৩/১৭৮)

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ»

“যে ব্যক্তি সৎ কাজ করলো সে তা তার ভালোর জন্যই করলো। আর যে মন্দ কাজ করলো সে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করবে। আপনার প্রভু তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি কোন যুলুম করেন না”।

-(ফুস্সিলাত/ হা’ মীম আস্ সাজ্দাহ্ : ৪৬)

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি যখন তার অপরাধের কথা বুঝতে পারবে তখন সে চরমভাবে লজ্জিত হবে। তার বিবেক সর্বদা তাকে দংশন করতে থাকবে। কিন্তু তখন এ লজ্জা আর কোন কাজে আসবে না।

কোন সন্তান তার মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তার মাতা-পিতা তাকে কোন বদদো‘আ বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে।
আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.

“তিনটি দো‘আ কখনো না মঞ্জুর করা হয়না: মাতা-পিতার দো‘আ তার সন্তানের জন্য, রোযাদারের দো‘আ ও মুসাফিরের দো‘আ”। -(সাহীহুল্ জা’মি’ : ৩/৬৩)
যেমনিভাবে মাতা-পিতার দো‘আ সন্তানের কল্যাণে আসে তেমনিভাবে তাদের বদদো‘আও তার সকল অকল্যাণ ডেকে আনে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: “জুরাইজ” নামক জনৈক ইবাদাতগুযার ব্যক্তি কোন এক গির্জায় ইবাদাত করতো। একদা তার মা তার গির্জায় এসে তাকে ডাকতে শুরু করলো। বললো: হে “জুরাইজ”! আমি তোমার মা। তুমি আমার সাথে কথা বলো। তার মা তাকে নামায পড়তে দেখলো। তখন সে তাঁর ডাকে বললো: হে আল্লাহ্! আমার মা এবং আমার নামায! এ কথা বলেই সে নামাযে রত থাকলো। এভাবে তার মা তিন দিন তাকে ডাকলো এবং সে প্রতি দিন তাঁর সঙ্গে একই আচরণ দেখালো। তৃতীয় দিন তার মা তাকে এ বলে বদদো‘আ করলো: হে আল্লাহ্! আপনি আমার ছেলেটিকে মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না সে কোন বেশ্যা মহিলার চেহারা দেখে। আল্লাহ্ তা‘আলা তার মায়ের বদদো‘আ কবুল করেন।

মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْنُ، فَقُلْتُ: آمِيْنُ.

“আমার নিকট জিব্রীল এসে বললো: হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার কোন একজনকে জীবিত পেয়েও তাদের খিদমত করেনি। বরং তার অবাধ্য হয়েছে এবং যদ্দরুন সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করুক। আপনি বলুন: হে আল্লাহ্! আপনি দো‘আটি কবুল করুন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্! আপনি দো‘আটি কবুল করুন”।
-(সাহীহুল্ জা’মি’ : ১/৭৮)

পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের দুনিয়ার পরিণতি

বরকতহীন জীবন

পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের জীবন থেকে আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন। তারা প্রচুর সম্পদ, খ্যাতি বা ক্ষমতা পেলেও শান্তি ও সুখ খুঁজে পায় না। এমন সন্তানদের দুনিয়ার জীবনেই বিপর্যয় নেমে আসে। হ্যা, আমরা হয়ত বরকত বলতে শুধু টাকা, পয়সা, জমি-জমা, ধন সম্পদ বুঝে থাকি কিন্তু আমদের দেশেই বহু মানুষ আছে যাদের কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু সুখ, শান্তি নামক শব্দটা নেই। সুখ, শান্তি আর অঢেল ধনসম্পদ দুটো ভিন্ন জিনিস। আজ হয়ত আমি শিখরে ওঠে ভাবতেই পারি আমার শিখরে ওঠাতে কারো ভূমিকা নেই কিন্তু সেই শিখর থেকে শিকরে নামাতে আল্লাহর এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। তাই বরকতময় জীবন লাভের অন্যতম শর্ত হলো জীবদ্দশায় পিতামাতাকে পেলে তাদেরকে উত্তম সদাচারণ উপহার দেওয়া।

সমাজে অসম্মান

যে সন্তান পিতামাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, সমাজও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। সে তার আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাক্সক্ষীদের ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে।

নিজের সন্তানদের কাছ থেকে একই আচরণ পায়

একটি সুপরিচিত কথা আছে: 'যেমন কর্ম, তেমন ফল।' যে সন্তান তার পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, ভবিষ্যতে তার সন্তানও তার সঙ্গে একই আচরণ করবে। এটি দুনিয়ার মধ্যেই আল্লাহর একটি গোপন শাস্তি।

প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মানুযায়ী, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করে, সে বৃদ্ধ বয়সে নিজের সন্তানদের কাছ থেকেও অবাধ্যতা ও খারাপ ব্যবহার পেয়ে থাকে।

দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করা

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সন্তান পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সে জীবনের নানা সংকট ও বিপদের মধ্যে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যা তাকে কষ্ট ও অনুশোচনার মধ্যে ফেলে দেয়।

আখিরাতে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের পরিণতি

জাহান্নামের কঠিন শাস্তি

রাসূল (সা.) বলেছেন,

‘তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক বড় গুনাহ হল আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। -(বুখারি, ২৬৫৪)

অন্য হাদিসে এসেছে, ‘তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন করুণাদৃষ্টি দেবেন না— পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপানকারী এবং অহংকারী।’ -(নাসাঈ, ২৫৬২)

হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, যারা পিতামাতার অবাধ্য, তারা আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া

যে সন্তান তার পিতামাতার অবাধ্য, সে জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

‘যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ -(মুসলিম, ২৫৫১)

কিয়ামতের কঠিন প্রতিদান

কিয়ামতের দিনে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তাদের কোনো অজুহাত গ্রহণ করবেন না এবং তাদের প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন করবেন না।

কীভাবে পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা যায়?

১. পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া :

তাদের সঙ্গে নম্র ও বিনয়ী আচরণ করা এবং কখনো রূঢ়ভাবে কথা না বলা।

২. তাদের প্রয়োজন পূরণ করা :

পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা এবং তাদের আর্থিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা।

৩. তাদের জন্য দোয়া করা :

পিতামাতার জন্য দোয়া করা এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা উচিত।

কুরআনে এসেছে :

'হে আমার রব! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।'- (সূরা ইসরাঈল : ২৪)

৪. তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা :

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করা এবং সবসময় তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করা।

পিতামাতার অবাধ্যতা ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর একটি। দুনিয়াতে এটি অশান্তি, লাঞ্ছনা ও দুর্দশার কারণ হয়, আর আখিরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকা, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পিতামাতার হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন।

পিতা মাতার সেবা করার ইব্রাহিম আঃ এর উদাহরণ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সেবার ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এক অনন্য ও মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর পিতা আযর ছিলেন মূর্তিপূজক। সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান জানানোর সময় তাঁর পিতা তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন।

তবুও পিতার প্রতি তাঁর আচরণে কোনো রূঢ়তা ছিল না। পিতা-মাতার সেবা ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে ইব্রাহিম (আ.) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নম্র ও বিনীত সম্বোধন

ইব্রাহিম (আ.) অত্যন্ত আদব ও মধুর ভাষায় তাঁর পিতাকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি কখনই পিতার সাথে উচ্চবাচ্য বা অবাধ্য আচরণ করেননি।

পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ইব্রাহিম (আ.) তাঁর প্রতি করুণাবশত আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হিদায়াতের জন্য দোয়া

পিতার হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য তিনি সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।

ভুল পথ থেকে বিনয়ী দূরত্ব

পরবর্তীতে যখন স্পষ্ট হলো যে তাঁর পিতা আল্লাহর ঘোর শত্রু, তখন ইব্রাহিম (আ.) তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবে এর আগ পর্যন্ত তিনি পিতার সব ধরনের সেবা ও সৌজন্য বজায় রেখেছিলেন।

উপসংহার

পিতা–মাতার সেবা ও খেদমতকে ইসলামে জোর দেওয়া হয়েছে। পিতা–মাতার সঙ্গে সদাচরণ, সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার তাগিদ দেয়া হয়েছে কোরআন–হাদিসে। পিতা–মাতার খেদমতের প্রসঙ্গে কোরআন মজিদের সূরা বনি ইসরাইলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহপাকের বাণী- 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং মাতা–পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছে।'

তিরমিজি শরিফের এক হাদিসে রাসূল (সা:) বলেন, তিনজনের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। মজলুমের, মুসাফিরের এবং মাতা–পিতার। সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে। তার দুধ ছড়ানো দুই বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা–মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।'
হযরত বশির (রা.) বলেন, প্রিয় নবী (সা:) বলেছেন, 'যে লোক মায়ের কাছে অবস্থান করে তার নির্দেশ মতে চলে, সে তরবারি নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মায়ের দিকে ভক্তি মহব্বতের সঙ্গে তাকানোর চেয়ে মহৎ কাজ আর নেই।'
প্রিয় নবী (সা:) বলেন, 'পিতা–মাতার দিকে একবার তাকানো কবুল হজের সওয়াব। পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি (তিরমিজি শরিফ)।'

প্রিয় নবী (সা:) আরো বলেন, ‘আল্লাহপাক সকল গুনাহ বা পাপের শাস্তি যতদিন ইচ্ছা বিলম্ব করেন, এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, কিন্তু মা–বাবার সঙ্গে অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ কিয়ামতের আগেই পিতা মাতার অবাধ্যকারীর শাস্তি শুরু হয়ে যায়।’
রাসূল (সা:) বলেন, 'চার শ্রেণির লোককে আল্লাহপাক জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না। মদখোর,সুদখোর,এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং মাতা–পিতার অবাধ্যকারী (হাকেম)।'

হাদিস শরিফে রয়েছে, 'একদিন জুমার দিনে প্রিয় নবী (সা:) মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন–আমিন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেও বললেন–আমিন! এরপর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন–আমিন। নামাজ শেষ হলে সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী (সা:) এর কাছে তিনবার আমিন বলার কারণ জানতে চাইলেন। তখন প্রিয় নবী (সা:) বললেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রাখলাম তখন জিবরাইল (আ.) এলেন এবং আমাকে বলেন, আল্লাহপাক বলেছেন, যারা মাতা–পিতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারলো না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম–আমিন। আমি যখন মিম্বরের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলাম তখন জিবরাইল (আ.) বললেন, যারা রমজান মাস পেল, কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি তাতে সাড়া দিয়ে বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বরের তৃতীয় ধাপে পা রাখলাম তখন জিবরাইল (আ.) বললেন, যারা আপনার রাসূল (সা:) এর নাম মোবারক শুনল, কিন্তু আপনার ওপর দরুদ শরিফ পাঠ করলো না, তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম–আমিন।

মুসলিম শরিফে এ হাদিস রয়েছে- পিতা–মাতা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সন্তানদেরকে লালন পালন করেন। বার্ধক্য অবস্থায় পৌঁছলে তারা খুবই অসহায়ত্ব বোধ করেন। তাই, তাঁদের প্রতি তাজিম সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই আল্লাহপাক

ও প্রিয় নবীর (সা:) নির্দেশনা। যা মেনে চলা সন্তানদের ওপর ফরজ বা অত্যাবশ্যক। এই রোজার মাসে আমরা মাতা-পিতার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে পারি। তাঁদের অকৃত্রিম সেবা এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসা আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। পিতা-মাতার স্থান বৃদ্ধাশ্রমে নয়, বরং সন্তানদের পরম যত্ন, খেদমত ও ভালোবাসায় পিতা-মাতারা হাসি-আনন্দে দিন যাপন করুক। কেননা, তাঁরাই তো আমাদের জান্নাত লাভের উসিলা।

তথ্যসূত্র:

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য- মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য- মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

গুগল